ইউনিট ৪

যৌক্তিক সংজ্ঞা (Logical Definition)

ভূমিকাঃ

যুক্তিবিদ্যায় যুক্তিকে যথার্থ রূপে প্রয়োগ করার প্রয়োজনে যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। আর পদের সুনির্দিষ্ট ব্যবহারের জন্যই সংজ্ঞা সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা যৌক্তিক সংজ্ঞার অর্থ হল পদের সংজ্ঞা। আমরা জানি যে, শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট না হলে সুচিন্তন বা সুযুক্তি সম্ভব হয়ে উঠে না। শুধুমাত্র সংজ্ঞার সাহায্যেই শব্দ বা পদের অর্থ যথার্থ ও নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়। সেজন্য যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ ১

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি, সংজ্ঞা ও বর্ণনা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি -

- যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যৌক্তিক সংজ্ঞার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- যৌক্তিক সংজ্ঞা ও বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।

৪.১.১ যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি (Nature of Logical Definition):

যৌক্তিক সংজ্ঞা দানের সহজ উপায় হলো, পদের আসন্নতম জাতিকে এবং ঐ বিশেষ পদটির বিভেদক লক্ষণকে উল্লেখ করা। যেমন- মানুষ পদের সংজ্ঞা হলঃ 'সব মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী'। এখানে 'মানুষ' পদের আসন্নতম জাতি হল 'প্রাণী' আর এ বিভেদক লক্ষণ হল 'বুদ্ধিবৃত্তি'। সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয় কোন পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে হলে এর জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা কখনো জাত্যর্থ, জাতি এবং বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করি। তাই সংজ্ঞার প্রকৃতি প্রসঙ্গে আমাদের জানা উচিত, কোন পদের সংজ্ঞা প্রদান করার অর্থ হল, ঐ পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা।

৪.১.২ যৌক্তিক সংজ্ঞার সংজ্ঞা (Definition of Logical Definition)

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, যৌক্তিক সংজ্ঞার অর্থ হল একটা পদের পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। অর্থাৎ একটা পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাই হল যৌক্তিক সংজ্ঞা। যেমন: 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞা দান করতে বলা হলে আমাদের, 'মানুষ' পদের জাত্যর্থের সুস্পষ্ট উল্লেখ করে বলতে হবে যে, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী। আমরা জানি মানুষ পদের জাত্যর্থ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রাণীত্ব, এখানে দুটো গুণেরই উল্লেখ আছে। অন্য কোন গুণের উল্লেখ সংজ্ঞায় থাকতে পারেনা। যে পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়, তাকে সংজ্ঞেয় পদ বলে আর যে পদের মাধ্যমে সংজ্ঞা প্রদান করা হয় তাকে সংজ্ঞার্থ পদ বলে।

৪.১.৩ সংজ্ঞা ও বর্ণনা (Definition and Description):

অনেকে কোন পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে সে পদের বর্ণনা দিয়ে থাকে। সেজন্য আমাদের সংজ্ঞা এবং বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা অবশ্যই জানতে হবে। দার্শনিক প্লেটো মানুষ পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, 'মানুষ হল পালকহীন দ্বিপদ বিশিষ্ট প্রাণী। এ ক্ষেত্রে তিনি আসলে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে সমর্থ হননি। বরং তিনি 'মানুষ' পদকে বর্ণনার মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট হল যে, সংজ্ঞা ও বর্ণনা অভিন্ন নয়। সংজ্ঞা ও বর্ণনার পার্থক্য নিচে নির্দেশ করা হল।

সংজ্ঞা ও বর্ণনার পার্থক্যঃ

১. সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একটা পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণ কিংবা উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ উল্লেখ করা যায়। সংজ্ঞার মাধ্যমে একটা পদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। সেজন্য সংজ্ঞা হল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বর্ণনার মাধ্যমে কোন বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। সে হিসাবে বর্ণনাকে বলা যায় লৌকিক প্রক্রিয়া।

৩. সব পদের বর্ণনা দেয়া যায় কিন্তু সব পদের সংজ্ঞা দেয়া যায় না। যেমন-বিশিষ্ট নামের বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না বলে, বিশিষ্ট নামের সংজ্ঞা দেয়া যায় না। অথচ, যেকোন বিশিষ্ট নামের বর্ণনা দেয়া যায়।

৪. কোন পদের সংজ্ঞা হয় কিন্তু কোন বিষয় বা বস্তুর সংজ্ঞা হয় না, হয় বর্ণনা।

৫. একটা পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট বলে, একটা পদের কেবল একটা সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব। কিন্তু একটা বস্তুকে নানাভাবে বর্ণনা করা যায়।

৬. কোন পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা তুলনামূলক ভাবে বর্ণনার চেয়ে জটিল প্রক্রিয়া। কারণ কোন পদের বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করা একটা কঠিন ব্যাপার।

৭. সংজ্ঞার মাধ্যমে একটা পদ সম্পর্কিত পুনরুক্তি ও অসঙ্গতি দূর করা সম্ভব। কিন্তু বর্ণনার মাধ্যমে তা সম্ভব না-ও হতে পারে।

৮. সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে হয় না।

৯. সংজ্ঞার সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসরণ না করলে অনুপপত্তি বা দোষ ঘটে। কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই বলে অনুপপত্তি নির্দেশ করা অবান্তর ।

১০. সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সংজ্ঞেয় পদ ও সংজ্ঞার্থ পদের সম্পর্ক সমীকরণের মত হবে। অন্যদিকে বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনার মধ্যে কোন সমীকরণের সম্পর্ক থাকা অনিবার্য নয়।

১১. সংজ্ঞা সবসময় সদর্থক হবে। কিন্তু বর্ণনা সদর্থকও হতে পারে আবার নঞর্থক ও হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে বলা যায়, একটি পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট প্রকাশনাকে যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে। যৌক্তিক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তাদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বর্ণনা ও সংজ্ঞা এক নয়। কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী পালন করতে হয় না। যেসব ক্ষেত্রে সংজ্ঞা প্রদান সম্ভবপর নয়, সেসব ক্ষেত্রে আমরা বর্ণনার আশ্রয় নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. যৌক্তিক সংজ্ঞায় কোন জিনিসটির উল্লেখ থাকা আবশ্যক?

ক. পূর্ণ জাত্যর্থ খ. পূর্ণ ব্যক্তর্থ

গ. উপলক্ষণ ঘ. অবান্তর লক্ষণ

২. বর্ণনা হল একটি

ক. বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া খ. লৌকিক প্রক্রিয়া

গ. যৌগিক প্রক্রিয়া ঘ. লিখিত প্রক্রিয়া

৩. সংজ্ঞা প্রদান করা হয়

ক. বস্তুর খ. পদের

গ. ব্যক্তির ঘ. বিষয়ের।

পাঠ ২

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মাবলী ও এদের লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি (The rules of Definition and Fallacies arising out of their violation)

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি-

- যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- এদের লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৪.২.১ **সংজ্ঞার নিয়ম ও সংশ্লিষ্ট অনুপপত্তি:** কোন পদের সংজ্ঞা সঠিক ভাবে প্রদানের জন্য আমাদের কিছু নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক। এসব নিয়ম লঙ্ঘন করা হলে যেসব অনুপপত্তি ঘটে তা নিম্নরূপ:

প্রথম নিয়ম: কোন পদের সংজ্ঞা দিতে হলে সেই পদটির সম্পূর্ণ জাত্যর্থকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। জাত্যর্থের অতিরিক্ত কিংবা জাত্যর্থের অংশমাত্র উল্লেখ করলে চলবে না। অর্থাৎ একটি পদের সংজ্ঞা দিতে হলে এর আসন্নতম জাতি এবং বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করে সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। কারণ একটি পদের আসন্নতম জাতি এবং বিভেদক লক্ষণই সুনির্দিষ্ট থাকে। যেমন- মানুষ পদের সংজ্ঞা হল, 'সব মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন প্রাণী'। কোন ক্ষেত্রে এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে অনুপপত্তি ঘটে।

অনুপপত্তি: যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে একটা পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ যথার্থভাবে উল্লেখ করা না হলে যেসব অনুপপত্তি ঘটে সেগুলি হল:

ক. বাহুল্য সংজ্ঞা (Redundant Definition): সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোন গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি যদি উপলক্ষণ হয়, তাহলে সংজ্ঞা করণে 'বাহুল্যদুষ্ট সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যেমন-'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন এমন প্রাণী যে ভালমন্দ বিচার করতে পারে।' এখানে ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা- এ অতিরিক্ত গুণটি উপলক্ষণ হওয়ায় সংজ্ঞাকরণে বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা (Accidental Definition): সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোন গুণের উল্লেখ করা হয় এবং অতিরিক্ত গুণটি যদি ' অবান্তর লক্ষণ' হয় তবে সেক্ষেত্রে ' অবান্তর লক্ষণ- জনিত সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- 'সব মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন দ্বিপদ 'বিশিষ্ট প্রাণী'। এই সংজ্ঞাটির ক্ষেত্রে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে এর আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ ছাড়াও 'দ্বিপদ বিশিষ্ট্য' উল্লেখ করা হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্য মানুষ পদের অবিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ বলে এক্ষেত্রে অবান্তর লক্ষণ জনিত সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ. অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Too Narrow Definition): কোন পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে উক্ত পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ ছাড়াও অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হিসাবে যদি কোন বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ উল্লেখ করা হয়, তাহলে অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- 'সব মানুষ হল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সভ্য প্রাণী'। এখানে 'মানুষ' পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে এর আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ এর সাথে 'সভ্য' বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করায়

মানুষ পদের ব্যাপকতা হ্রাস পেয়েছে। কারণ মানুষ সভ্য ও অসভ্য দুধরনের হয়। এখানে অসভ্য বৈশিষ্ট্যটি বাদ পড়ায় অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Too Wide Definition): কোন পদের সংজ্ঞা দেয়ার অর্থই হল এর আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা । কিন্তু কোন ক্ষেত্রে উক্ত আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ সামগ্রিকভাবে উল্লেখ না করে এর কোন একটা উল্লেখ করা হলে সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। এ ক্ষেত্রে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন– 'সব মানুষ হয় প্রাণী'। এ যুক্তিবাক্যে মানুষ পদটির আসন্নতম জাতি উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে উক্ত পদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবার কারণে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

দ্বিতীয় নিয়ম: যে পদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়, সংজ্ঞাটি সেই পদ অপেক্ষা সুস্পষ্টতর হবে। সংজ্ঞাটা রূপকের মাধ্যমে বা দুর্বোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যাবেনা। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে রূপক সংজ্ঞা বা দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- 'সিংহ হচ্ছে পশুরাজা' 'সঙ্গীত একটা দুর্মূল্য কোলাহল' ইত্যাদি। এ সংজ্ঞা দুটিতে পশুরাজ, দুর্মূল্য কোলাহল ইত্যাদি শব্দগুলো রূপক শব্দ এবং দুর্বোধ্যও।

তৃতীয় নিয়ম: যে পদের সংজ্ঞা দেয়া হয় সংজ্ঞায় সে পদ বা তার সমার্থক পদ উল্লেখ করা যাবেনা। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে 'চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি' ঘটবে। যেমন- 'সব মানুষ হল মানব সন্তান'। উপরোক্ত উদাহরণে সংজ্ঞেয় পদ হল 'মানুষ'। আর সংজ্ঞার্থ পদ হল 'মানব সন্তান'। কিন্তু আমরা জানি যে, 'মানব সন্তান' পদ 'মানুষ' পদের সমার্থক। সংজ্ঞার উদ্দেশ্য যদি হয় সংজ্ঞেয় পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট করা তাহলে 'মানব সন্তান' পদের সংজ্ঞা দেয়াও আবশ্যক হয়ে পড়বে। সে হিসেবে আলোচ্য সংজ্ঞার ক্ষেত্রে চক্রক সংজ্ঞা নামক অনুপপত্তি ঘটেছে।

চতুর্থ নিয়ম: সংজ্ঞা সদর্থক বা ইতিবাচক করা সম্ভব হলে তাকে নঞর্থক বা নেতিবাচক করা যাবেনা। এ নিয়ম লঙ্ঘন করলে নেতিবাচক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ কোন পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে নেতিবাচক সংজ্ঞার্থ পদ প্রকাশ করা হলে, সে ক্ষেত্রে পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে নঞর্থক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। যেমন-শান্তি হচ্ছে যুদ্ধের অনুপস্থিতি।

পঞ্চম নিয়ম: সংজ্ঞার্থ পদের ব্যক্তর্থ সংজ্ঞেয় পদের ব্যক্তর্থের সমান হবে। এই নিয়মটি লঙ্ঘন করলে নিম্নোক্ত দু'ধরনের অনুপপত্তি ঘটবে।

ক. অতি ব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি: কোন পদের সংজ্ঞা প্রদান কালে সংজ্ঞেয় পদের পূর্ণ ব্যক্তর্থের পরিবর্তে যদি আংশিক ব্যক্তর্থ প্রকাশ করা হয় তাহলে অতি ব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- 'সব মানুষ হয় প্রাণী'। এখানে 'মানুষ' পদের ব্যক্তর্থ হলো 'সব মানুষ'। আর 'প্রাণী' পদের ব্যক্তর্থ হলো মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী। এখানে 'মানুষ' পদের সাথে অন্যান্য প্রাণী পদ যুক্ত হবার ফলে সংজ্ঞেয় পদ 'মানুষ' পদের ব্যক্তর্থ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অতি ব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

খ. অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি: কোন পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে যদি পদের ব্যক্তর্থের চাইতে সংজ্ঞায় কম ব্যক্তর্থযুক্ত পদ উল্লেখ করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে। যেমন- 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন শিক্ষিত প্রাণী' -এই সংজ্ঞায় 'অশিক্ষিত মানুষ' কে বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অশিক্ষিত মানুষও 'মানুষ' পদের ব্যক্তর্থের অন্তর্গত। সুতরাং এখানে 'অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি' ঘটেছে।

সারসংক্ষেপ

যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়মাবলী মেনে চলা আবশ্যক। যেমন–সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জাত্যর্থের উল্লেখ করতে হবে। এ নিয়ম লক্ষ্মখন করলে বাহুল্য দুষ্ট সংজ্ঞা অনুপপত্তি, অবান্তর লক্ষণ জনিত সংজ্ঞা অনুপপত্তি, অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ও অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটে। সংজ্ঞা পদ অপেক্ষা সংজ্ঞেয় পদ স্পষ্টতর হতে হবে। নতুবা রূপক বা দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে। যে পদের সংজ্ঞা দেয়া হয় সংজ্ঞায় তার সমার্থক শব্দ উল্লেখ করা যাবেনা। সমার্থক শব্দ উল্লেখ করলে চক্রক সংজ্ঞার অনুপপত্তি ঘটবে। যে পদের সংজ্ঞা ইতিবাচক ভাবে দেয়া যায় তা নেতিবাচক ভাবে দিলে নেতিবাচক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কয়টি নিয়ম মেনে চলতে হয়?

ক. এক খ. দুই

গ. তিন ঘ. চার

২. যে পদের সংজ্ঞা দেয়া হয় সংজ্ঞায় তার সমার্থক শব্দের ব্যবহার করলে কোন অনুপপত্তি ঘটে?

ক. রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি খ. অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি

গ. চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘ. নেতিবাচক সংজ্ঞা অনুপপত্তি।

৩. সংজ্ঞায় জাত্যর্থের কিছু অংশ কম থাকলে কী অনুপপত্তি ঘটে?

ক. অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি খ. অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি

গ. দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘ. রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি

পাঠ ৩

যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমা ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য: এই পাঠ শেষে আপনি -

- যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৪.৩.১: যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমা (Limits of Definition):

কোন পদের অর্থকে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার প্রয়োজনে সংজ্ঞার্থ পদের মাঝে সংজ্ঞেয় পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা হয়। সব ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আর যেসব ক্ষেত্রে এ নীতি আরোপ করা সম্ভব নয় সে সব ক্ষেত্রে সংজ্ঞাদানের সীমাবদ্ধতা থাকে। সে অনুসারে যৌক্তিক সংজ্ঞার কিছু সীমাদ্ধতা আছে যা নিচে আলোচনা করা হল:

১. **পরমতম জাতি:** পরমতম জাতি হল সর্বোচ্চ জাতি। যেমন- দ্রব্য পরমতম জাতি এর তুলনায় ব্যাপকতর কোন জাতির অস্তিত্ব নেই। কারণ পরমতম জাতির আসন্নতম জাতি নেই। যেহেতু আসন্নতম জাতি নেই সেহেতু পরমতম জাতির সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ আমরা জানি আসন্নতম জাতি সংজ্ঞার একটি অন্যতম শর্ত।

২. **বিশিষ্ট বস্তু:** যেহেতু বিশিষ্ট বস্তুর অসংখ্য বৈশিষ্ট্য থাকে সেহেতু এর সব বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায় না। শুধুমাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা সম্ভব। তাই বিশিষ্ট বস্তুর বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না। এ কারণে বিশিষ্ট বস্তুর সংজ্ঞাও নির্দেশ করা যায় না।

৩. **মৌলিক ও অন্যান্য বিষয়:** দেশ, কাল, চেহারা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি হল মৌলিক ও অন্যান্য বিষয়। এসব বিষয় বিশ্লেষণ করা যায় না। সেজন্য এদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না। ফলে এদের সংজ্ঞাও দেয়া যায় না।

৪. **বিশিষ্ট গুণবাচক পদ:** আকাশী নীল, চতুষ্কোত্বর ইত্যাদি হল বিশিষ্ট গুণবাচক পদ। এদেরকে আর কোন সহজ উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। সেজন্য এদের বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা যায় না। এ কারণে এসব পদের সংজ্ঞা দেয়া যায় না।

৫. **স্বকীয় নাম:** স্বকীয় নাম হল বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম। এ ধরনের নামের সাহায্যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য ব্যক্তি বা বস্তু থেকে পৃথক করা যায়। যেমন–ঢাকা, করিম ইত্যাদি। আমরা জানি যে, কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না হলে সে ধরনের পদের বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা যায় না। সে জন্য স্বকীয় নামের সংজ্ঞা দেয়া যায় না।

৬. **পরম নিয়ম:** পরম নিয়ম হল ব্যাপকতম নিয়ম। এদের তুলনায় কোন ব্যাপকতর নিয়ম নেই বলে এর আসন্নতম জাতি নেই। তাই পরম নিয়মের কোন সংজ্ঞা দেয়া যায় না।

৪.৩.২ সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা (Uses of Definition):

সংজ্ঞা পদের অর্থকে সুনির্দিষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তুলে এবং আমাদের চিন্তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। সুতরাং যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সংজ্ঞার কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সংজ্ঞার গুরুত্বগুলো নিচে আলোচনা করা হল:

১. সুস্পষ্ট চিন্তাই হলো যুক্তিবিদ্যার আদর্শ। আর এই আদর্শে পৌঁছাবার জন্য যুক্তিবিদ্যায় যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী।
২. সঠিকভাবে চিন্তা করতে হলে এবং শব্দের অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতাভাবে দূর করে সঠিক ভাবে অনুমান করতে হলে সংজ্ঞার প্রয়োজন।
৩. অনেক সময় একটি জিনিসের সাথে অন্য একটি জিনিসের সাদৃশ্য দেখে তাদেরকে এক মনে করা হয়। যেমন- বাদুরকে পাখি বলি বা তিমিকে মাছ বলি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাদুর পাখি নয় এবং তিমিও মাছ নয়। একমাত্র সংজ্ঞাই পারে এ ধরনের ভুল ধারণার অবসান ঘটাতে।
৪. সংজ্ঞার সাহায্যে পদের দুর্বোধ্যতা দূর হয়। ফলে পদের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। পদের অর্থ সুস্পষ্ট না হলে যুক্তিবিদ্যার সিদ্ধান্ত কখনো বৈধ হতে পারে না।
৫. যৌক্তিক সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়ক। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পেতে হলে সংজ্ঞার প্রয়োজন।
৬. যৌক্তিক সংজ্ঞা যৌক্তিক বিভাজনের ক্ষেত্রে সহায়ক। আমরা কোন শ্রেণীকে তার অধীনস্থ শ্রেণীতে বিভাজন করতে পারি, যদি আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকে।

সারসংক্ষেপ

যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। যেসব ক্ষেত্রে এ নীতি অনুসরণ করা যায় না সেসব ক্ষেত্রে সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা নিহিত থাকে। যেমন-পরতম জাতি, বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি, মৌলিক ও অনন্য বিষয় এবং বিশিষ্ট গুণবাচক পদ, স্বকীয় নাম ও পরম নিয়মের ক্ষেত্রে সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়। সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও কোন পদকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সংজ্ঞার গুরুত্ব অপরিসীম। সংজ্ঞা দানের ফলে দুর্বোধ্যতা দূর হয় ও যথার্থ অনুমান সম্ভব হয়। সর্বোপরি যৌক্তিক বিভাজনের ক্ষেত্রে সংজ্ঞার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. পরতম জাতি হল-
   ক. সর্বোচ্চ জাতি খ. সর্বনিম্ন জাতি
   গ. ক্ষুদ্রতম জাতি ঘ. উপজাতি

২. সংজ্ঞা আমাদের চিন্তাধারাকে
   ক. দুর্বোধ্য করে খ. নির্ভুল করে
   গ. ভুল করে ঘ. অস্পষ্ট করে।

৩. যৌক্তিক সংজ্ঞা নিম্নের কোনটির সহায়ক?
   ক. যৌক্তিক বিভাগ খ. অস্পষ্টতা
   গ. অসংগতি ঘ. দুর্বোধ্যতা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. যৌক্তিক সংজ্ঞা বলতে কী বুঝেন? ৪.১.১ এবং ৪.১.২
২. সংজ্ঞা ও বর্ণনার পার্থক্য দেখান? ৪.১.৩
৩. যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। ৪.৩.২
৪. যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোচনা করুন। ৪.৩.১

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১. যৌক্তিক সংজ্ঞা বলতে কী বোঝেন? এর নিয়মসমূহ ব্যাখ্যা করুন এবং কোন্ নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন্ অনুপপত্তি ঘটে উল্লেখ করুন। ৪.২.১

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-	১: ১. ক	২. খ	৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-	২: ১. ঘ	২. গ	৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-	৩: ১. ক	২. খ	৩. খ